কোরবানির মাসায়েল

তরজুমান ডেস্ক

আল্লাহর প্রিয়নবী হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তাঁর প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দেয়ার যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তারই স্মৃতিবাহী এ পবিত্র কোরবানি।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কোরবানির দিবসে মানুষের কোন নেক কর্মই আল্লাহর নিকট ততটুকু প্রিয় নয় যতটুকু প্রিয় কোরবানির পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। কোরবানির দিন পশুর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালার নিকট তা কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা আনন্দচিত্তে কোরবানি কর।-(আল্ হাদীস)

হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- কোরবানির পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি করে সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্যত্র বর্ণিত আছে, হাশরের দিবসে কোরবানিকৃত পশুগুলো কোরবানি দাতাগণকে আপন পৃষ্ঠে করে পুলসেরাত পার করিয়ে বেহেশ্তে পৌঁছে দেবে।

নিম্নে কোরবানির বিশেষ প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো উল্লেখ করা হল।

কোরবানি কার উপর ওয়াজিব

স্বাধীন ও মুক্বীম (অমুসাফির) ব্যক্তি যিনি মালেকে নেসাব অর্থাৎ এতটুকু সম্পদের অধিকারী হন যতটুকু সম্পদ হলে সাদক্বায়ে ফিত্র ও যাকাত প্রদান ওয়াজিব হয়, তার উপর কোরবানি ওয়াজিব। মালেকে নেসাব'র ব্যাখ্যা হল- মানুষের মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য ও সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা ওই পরিমাণ অর্থের মালিক হওয়া। মৌলিক চাহিদা বলতে বাসস্থান, আসবাবপত্র, অন্ন, বস্ত্র, চাকর, সফরের বাহন, হাতিয়ার ও পেশার সরঞ্জাম ইত্যাদি।

কোরবানির সময়

চান্দ্র মাসের জিলহজ্বের ১০ হতে ১২ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ তিনদিন দুই রাত।

মাসআলা : *যে ব্যক্তি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা এ পরিমাণ অর্থ অথবা এমন কোন সামগ্রীর মালিক হয়- যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য পরিমাণ হয়, তাহলে সে ধনী হিসেবে বিবেচিত, তাঁর উপর কোরবানি ওয়াজিব।[আলমগীরী]*

মাসআলা : *যদি কেউ বলে আমার ঐ কাজটি যদি হয়, তাহলে আমি কোরবানি করব। অথবা আল্লাহর কসম এ পশুটিকে আমি অবশ্যই আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানি করব- এ দু'শ্রেণীর লোক ধনী হোক কিংবা গরীব হোক, এদের উপর কোরবানি ওয়াজিব। [বাদায়ে' ৫:৬২]*

মাসআলা : *কোন ধনী লোক মান্নতের কোরবানি দিলে, তার উপর যে কোরবানি ওয়াজিব, তা থেকে অব্যাহতি পাবেনা; বরং তার উপর পৃথকভাবে কোরবানি ওয়াজিব হবে; অর্থাৎ তাকে দু'টি কোরবানি দিতে হবে- একটি মান্নতের অপরটি মালেকে নেসাব হওয়ার কারণে। যদি কোরবানির দিন শপথ করে তাহলে শপথের কোরবানি দ্বারা ওয়াজিব কোরবানিও আদায় হয়ে যাবে।*

মাসআলা : *কোরবানির পশু ক্রয়ের আগে কোরবানির পশুর অংশীদার ঠিক করা উত্তম। পশু ক্রয়ের পর অন্য কাউকে অংশীদার বানাতে চাইলেও পারবে; কিন্তু মাকরূহ।*

মাসআলা : *কোন গরীব লোক কোরবানির নিয়তে পশু ক্রয় করলে ঐ পশু হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আবার ফিরে আসে, তবে ওই পশুতে অংশীদার নেয়া মাকরূহ।*

মাসআলা : *জীবিতের কোরবানি, মৃত ব্যক্তির (ওসিয়তের) কোরবানি এবং আক্বীকাকারী কোরবানির পশুতে অংশীদার হতে পারবে; কিন্তু শর্ত হলো সবার উদ্দেশ্য যেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হয়। কেউ যেন শুধু গোশ্ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরবানি না করে।*

মাসআলা : *কেউ যদি তাঁর মৃত মা-বাবা ও দাদা-দাদীর কবরে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এক অংশ কোরবানি করতে চায়, তাহলে পারবে। এতে কোরবানিদাতা একজন হলেও সবাই সাওয়াবের অংশীদার হবে।*

মাসআলা : *প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীর অথবা এমন ব্যক্তির, যার উপর কোরবানি করা ওয়াজিব হয়েছে, ওয়াজিব কোরবানি তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের পক্ষ হয়ে কেউ কোরবানি করলে কোরবানির ওয়াজিব আদায় হবে না।*

এমনকি তার কোরবানির পশুর শরীকদার ব্যক্তিদের কোরবানিও হবে না। কিন্তু যার প্রতি বছর কোরবানি করার অভ্যাস আছে, তার কোরবানি জায়েয হবে। কিন্তু এ অবস্থায়ও অনুমতি বা পরামর্শ করা বেশী ভাল।

[ফাত্ওয়া-এ কাযী খান - ২০২পৃষ্ঠা]

মাসআলা : *কেউ কোরবানির পশু ক্রয় করার পর দেখা গেল পশুটি হারিয়ে গেছে এমতাবস্থায় আরেকটি পশু ক্রয় করার পর প্রথমে হারিয়ে যাওয়া পশুটিও আবার পেয়ে গেল। এ অবস্থায় নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে অর্থাৎ যার উপর কোরবানি ওয়াজিব হয়নি। তার উপর দুটিই কোরবানি করে দেয়া ওয়াজিব। যদি মালেকে নেসাব হয়, তাহলে একটি যবেহ করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির মূল্য যাতে কম না হয়। কম হলে তবে ওই পরিমাণ অর্থ সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।*

-(বাদায়ে' ৫ : ৬৬)

মাসআলা : *কেউ যিলহজ্বের ১০-১২ তারিখ পর্যন্ত তিন দিন দুই রাতের মধ্যে যদি কোরবানি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তিনদিন পর ভেঁড়া বা ছাগলের মূল্য পরিমাণ অর্থ সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। যদি মুমূর্ষু হয়, তাহলে ওসিয়ত করা অত্যন্তকর্তব্য।*

একাধিক ব্যক্তি শরীক হয়ে কোরবানি করলে গোশ্ত পাল্লা দিয়ে ওজন করে ভাগ করতে হবে। কোন শরীকদার বেশী পেয়ে থাকলে অন্যরা মাফ করে দিলেও কারো কোরবানি হবে না।

মাসআলা : *কোরবানি কাযা হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ কোন পশু যবেহ করে, তবে তা সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। যদি মূল্য কম হয়েছে বলে মনে হয় তবে যে পরিমাণ মূল্য কম হয়েছে বলে মনে হবে, সে পরিমাণ মূল্য সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব। ওই পশুর যে পরিমাণ গোশ্ত নিজে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের যে পরিমাণ গোশ্ত খাইয়েছে ওই পরিমাণ গোশ্তের মূল্য সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।*

মাসআলা : *কোরবানির ৩ দিনের মধ্যে অর্থাৎ যিলহজ্বের ১০-১২তারিখের মধ্যে পশুর দাম সাদক্বা করে দেয়া হলে, কোরবানির ওয়াজিব আদায় হবে না এবং সব সময় গুনাহগার থেকে যাবে। কেননা কোরবানি তেমনই একটি ইবাদত, যেমন- নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। যেভাবে নামায দ্বারা যাকাতের ফরজ আদায় হয় না, সেভাবে সাদক্বা দ্বারা কোরবানীও আদায় হয় না।*

মাসআলা : *কোরবানির দিনসমূহের মধ্যে কোরবানির নিয়তে মোরগ-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করা মাকরূহ।(আলমগীরী - ৪:১০৫)*

মাসআলা : *রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর মৃত উম্মতের পক্ষ থেকে কোরবানি করেছেন। তাই সম্ভব হলে হুযূর করীমের জন্য কোরবানি করা সৌভাগ্যের কারণ হবে। -(বাহারে শরীয়ত)*

গরু বা উট দ্বারা কোরবানি করলে নফল হিসেবে একভাগ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য কোরবানি দেয়া অনেক উত্তম।

কোরবানির পশুর বয়স

কোরবানির ছাগল কমপক্ষে ১ বছর, গরু ২ বছর এবং উট ৫ বছর বয়সের হতে হবে। কোরবানির জন্য সুন্দর ও নিখুঁত জন্তু বাছাই করা উত্তম। যেসব জন্তু অন্ধ ও এমন যে, খোঁড়া যবেহ করার স্থানে যেতে অক্ষম, শিং ভাঙ্গা, লেজ এবং কান কাটা বা দুর্বল ইত্যাদি পশু কোরবানির উপযুক্ত নয়।

কোরবানির পশু

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি চতুষ্পদ হালাল গৃহপালিত পশু দ্বারা কোরবানি করা জায়েয।

অংশীদারিত্বে কোরবানির নিয়ম

গরু, মহিষ ও উট এ তিন প্রকার পশুর প্রত্যেকটিতে এক হতে সাতজনের নামে কোরবানি করা যায়। তবে শর্ত হল সব ক'টি অংশ শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হতে হবে; নিছক মাংস খাওয়ার খেয়ালও থাকতে পারবে না। এক পশুতে কয়েকজন শরীক থাকলে, গোশ্ত পাল্লা দিয়ে ওজন করে সমপরিমাণে ভাগ করে নিতে হবে।

কোন শরীকদার বেশী পেয়ে থাকলে অন্যরা মাফ করে দিলেও কারো *কোরবানি* **বৈধ হবে না।** *সম্মিলিত কোরবানির পশু ক্রয় করার পর তাতে ভাগ বা অংশ অবশিষ্ট থাকলে অন্য লোককে শামিল করতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ একা কোরবানি করার মানসে পশু ক্রয় করলেও তাতে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে ক্রয় করার পূর্বে ভাগগুলো ঠিক করে নেয়া উত্তম; অন্যথায় মাকরূহ।*

কোরবানির গোশ্ত ভাগ করার নিয়ম

কোরবানির গোশ্ত ৩ ভাগে ভাগ করে এর ১ ভাগ গরীব ও ইয়াতীম-মিসকীনদের দান করা, ১ ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং অন্য ভাগ নিজে রাখা মুস্তাহাব। কোরবানির পশু যবেহকারী ও গোশ্ত প্রস্তুতকারীকে কোরবানির পশুর গোশ্ত থেকে পারিশ্রমিক স্বরূপ দেয়া যাবে না।

চামড়া

কোরবানির পশুর চামড়া, নাড়িভূঁড়ি, রশি ও ফুলের মালা প্রভৃতি সদকা করে দিতে হবে। চামড়া সাদক্বা না করে নিজেও ব্যবহার করতে পারবে; যেমন- জায়নামায, বিছানা ইত্যাদি বানাতে পারবে। কিন্তু কোরবানির চামড়া বিক্রি করে এর মূল্য নিজ কর্মে ব্যয় করতে পারবে না। এ টাকা গরীব মিসকীনদের মাঝে সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

চামড়া দ্বীনী-সুন্নী মাদ্‌রাসায়ও সাদক্বা করে দেয়া যায়, যদি উক্ত মাদ্‌রাসায় লিল্লাহ ফান্ড বা মিসকীন ফান্ড থাকে। কোরবানির পশুর পেটে জীবিত বাচ্চা হলে সেটিকেও যবেহ করে দিতে হবে। তখন সেটার গোশ্‌তও আহার করা যাবে। যদি মৃত হয় তাহলে ফেলে দিতে হবে। কোরবানির উদ্দেশ্যে ক্রয় করা পশু কোরবানির পূর্বে বাচ্চা দিলে সেই বাচ্চাকেও যবেহ করে দিতে হবে। অথবা বাচ্চা বিক্রি করে টাকাগুলো সাদক্বা করে দিতে হবে। বাচ্চা যদি কোরবানির দিনসমূহে যবেহ করা না হয়, তাহলে সাদক্বা করে দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি

যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি দেয়া হয় তাহলে গোশ্‌ত উপরোল্লিখিত নিয়মে বন্টন করতে হবে। তবে যদি মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পালনের উদ্দেশ্যে কোরবানি করা হলে তার সবটুকু সাদক্বা করে দেয়া ওয়াজিব।

কোরবানির পশু যবেহ করার নিয়ম

যবেহ করার নিয়ম জানা থাকলে কোরবানির পশু নিজহাতে যবেহ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে করতে না পারে, তাহলে অন্যের মাধ্যমেও তা সমাধা করা যাবে। তবে যবেহ্‌'র সময় নিজে সামনে থাকা উত্তম। যবেহ্‌'র সময় নিম্নের রগসমূহ কাটার ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ক) শ্বাসনালী (খ) খাদ্যনালী (গ) এবং রক্ত চলাচলের রগদু'টি। বক্ষস্থল হতে গলদেশের মধ্যবর্তী কোন স্থানে জবেহ করা বাঞ্ছনীয়। যবেহ'র পূর্বে ছুরি খুব ধারালো করে নিতে হবে। তারপর কোরবানির জানোয়ারের মাথা দক্ষিণে এবং পিছনের দিক উত্তর দিকে রেখে ক্বেবলামুখী করে শায়িত করে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হবে।

দু'আ

"ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতী ওয়াল আরদ্বা হানীফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী ওয়ানুসুকী ওয়া মাহ্‌য়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলে কোরবানির পশু যবেহ করার পর পাঠ করবেন- "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী (অংশীদার থাকলে- 'ওয়া মিন' বলার পর প্রত্যেকের নাম ও বাপের নাম) কামা তাকাব্বালতা মিন খলীলিকা ইব্রাহীমা আলাইহিস্‌ সালাম ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিনিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

এ দোয়া জানা না থাকলে যাদের জন্য কোরবানির হবে তাদের নামগুলো স্মরণ করে মনে মনে নিয়ত করে নিয়ে কোরবানি করলেও দুরস্ত হবে।

ঈদুল আযহা নামাযের নিয়ম

সূর্য ওঠার পর হতে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের সময়। এ দিন মিস্‌ওয়াক ও গোসল করবে। তারপর ভাল কাপড় পরিধান করে, খোশ্‌বু লাগিয়ে তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হবেন।

নামাযের নিয়ত

নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রাক্‌'আতাই সলাতি ঈদিল আদ্বহা মাআ'সিত্তি তাকবীরাতিন ওয়াজিবিল্লাহি তাআ'লা ইক্বতিদায়তু বিহা-যাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'আবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

যদি নামাযের নিয়ত জানা না থাকে তাহলে এভাবে বাংলায় নিয়ত করবেন- আমি ঈদুল আযহার ২ রাক্‌'আত নামায ৬ তাকবীরের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ইক্বতিদা করছি 'আল্লাহু আকবর' বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নামায শুরু করবেন। অতঃপর ছানা (সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বি হামদিকা ওয়া তাবা-রকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গায়রুকা) পাঠান্তে 'আল্লাহু আকবর' বলে ৩টি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে এবং হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, বাঁধবেন না; কিন্তু তৃতীয় তাকবীরের পর হাত বেঁধে নেবেন এবং মনযোগ দিয়ে ইমামের ক্বিরআত শুনবেন।

ক্বুরআতের পর রুকূ'-সাজদার মাধ্যমে প্রথম রাক্‌'আতের পরে দ্বিতীয় রাক্‌'আতের রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বক্ষণে ইমাম ৩টি অতিরিক্ত তাকবীর বলবেন তখন মুক্বতাদীগণ কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে প্রত্যেক বারই হাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর যথারীতি রুকূ'-সাজদার মাধ্যমে ঈদুল আযহার নামায সমাপ্ত করবেন। নামাযের পর মন দিয়ে চুপচাপ ইমামের খোতবা শ্রবণ করবেন। ইমাম তাকবীর বলার সময় মুক্বতাদীগণও মনে মনে তাকবীর বলবেন।

কোরবানি দিবসের করণীয়

হাদীস শরীফ- হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্‌রের দিন মিষ্টি জাতীয় কিছু আহার করে ঈদগাহে তাশরীফ নিতেন; কিন্তু ঈদুল আযহার দিবসে নামায আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই আহার করতেন না।

-(তিরমিযী, দারিমী ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা : *ঈদুল আযহায়ও ঐসব বিষয়ই মুস্তাহাব, যেগুলো ঈদুল ফিত্‌রে ছিল। তবে ঈদুল আযহার ভিন্নতা হলো যে, নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া, (খেলে কোন ক্ষতি হবে না বা মাকরূহ হবে না)। ঈদগাহে যাওয়ার সময় উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা, ঈদুল আযহার নামায কোন কারণ বশত ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত দেরী করা যাবে এরপর নয়। তবে বিনা কারণে ১০ যিলহজ্ব থেকে বিলম্ব করা মাকরূহ।-(আলমগীরী)*

মাসআলা : *যারা কোরবানি করবে তাদের ১ যিলহজ্ব থেকে ১০ যিলহজ্ব পর্যন্ত দাঁড়ি, চুল না ছাটা ও নখ না কাটা মুস্তাহাব। [রদ্দুল মুখতার]*

তাকবীর-ই তাশরীক

যিলহজ্বের ৯ তারিখের ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত জামা'আতে শরীক সকল মুক্বতাদী ও ইমামের উপর ফরয নামায আদায়ের পর ১বার উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব এবং ৩বার পড়া উত্তম। ঈদুল আযহা ও জুমু'আর নামাযের পর পাঠ করা অপরিহার্য।

তাকবীর

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

মাসআলা : *তাকবীর নামাযের সালাম ফিরানোর পরপর পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ সালামের পর পর তাকবীর না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অথবা ওযূ নষ্ট করে ফেলে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত হলে পরে পড়ে নিতে হবে। একা নামায আদায়কারীর উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব নয় তবে পড়া উত্তম।*

আক্বীকা

অনেককেই কোরবানির সাথে আক্বীকাও আদায় করতে দেখা যায়। তাই নিম্নে আক্বীকা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হল।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ যে জন্তু (গরু-ছাগল) যবেহ করা হয় তাকে আক্বীকা বলে।

মাসআলা : *আক্বীকা করা সুন্নাত এবং এর জন্য সন্তান জন্মের ৭ম দিনেই উৎকৃষ্ট, যদি সম্ভব না হয় তাহলে ৭ দিনের মধ্যে যে কোন দিন আদায় করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।*

মাসআলা : *আক্বীকা ছেলে সন্তান হলে দুই অংশ আর মেয়ে সন্তান হলে এক অংশ।*

মাসআলা : *কোরবানির সাথে আক্বীকাও সম্পৃক্ত করা যাবে।*

মাসআলা : *কোরবানির জন্তুর জন্য যে শর্ত আক্বীকার জন্তুর জন্যও অনুরূপ শর্ত।*

মাসআলা : *আক্বীকার গোশ্‌ত আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কাঁচা অথবা রান্না করে জেয়াফত আকারে যেকোন ভাবে বিতরণ করা যায়।*

মাসআলা : *আক্বীকার অংশ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সবাই খেতে পারবে; তাতে কোন বাধা নেই।*

মাসআলা : *আক্বীকার চামড়ার হুকুম কোরবানির চামড়ার হুকুমের আওতায় পড়বে।*